সমকাল

0 3 MAR 2026

বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্যে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ইঙ্গিত

সমকাল প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় তৈরি হওয়া বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে উভয় দেশ কাজ করবে। এরই অংশ হিসেবে বন্ধ থাকা স্থলবন্দর ও বর্ডারহাট ধাপে ধাপে চালু এবং এক অপরের আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ইঙ্গিত বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান। বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য বাড়ানোর নানা বিষয় উঠে আসে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রায় ৯ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। অন্যদিকে প্রায় ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। এ প্রেক্ষাপটে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জানান, বেনাপোল ছাড়া অধিকাংশ স্থলবন্দর বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এসব বন্দর ফের চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে বন্ধ থাকা বর্ডারহাট চালুর বিষয়েও দুই পক্ষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিতে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো নিয়েও ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল ও অন্যান্য পারস্পরিক বিধিনিষেধ পর্যালোচনার বিষয়েও আলোচনা হয়।

মন্ত্রী বলেন, গত দেড় বছরে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই দেশই একে অপরের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এতে বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। তবে আগামী দিনে বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে দুই দেশ একমত হয়েছে। এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। আলোচনায় যেসব বিষয় এসেছে, সেগুলো হাইকমিশনার তাঁর দেশের উচ্চ পর্যায়ে জানাবেন এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা করা হবে।

বৈঠকে ভারতের ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ-ভারত কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (সেপা) নিয়েও কথা হয়েছে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। তবে ভারতীয় অর্থায়নের প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠকে আলাপ হয়নি।

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাইকমিশনারের বৈঠক

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরের (ডানে) সঙ্গে সোমবার বৈঠকে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ● সমকাল

উত্তরণ পেছানোর বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি এখন জাতিসংঘের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারত সহযোগিতামূলক অবস্থানে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ইতোমধ্যে শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ সম্পর্ককে আরও সহজ ও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভৌগোলিক নৈকট্য দুই দেশের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করেছে। জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতে সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে।

তিনি জানান, স্থলবন্দরগুলো চালু করা গুরুত্বপূর্ণ। ভিসা কার্যক্রমও স্বাভাবিক করার বিষয়ে কাজ এগিয়ে যাবে। নতুন সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে বাণিজ্য সম্প্রসারণে ভারত কাজ করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বৈঠকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান এবং অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. আবদুর রহিম খান উপস্থিত ছিলেন।

হরমুজ প্রণালি নিয়ে আপাতত শঙ্কার কিছু নেই

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান উত্তেজনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে গেলে জাহাজ ভাড়া বেড়ে যাবে এবং তার প্রভাব পণ্যের দামে পড়তে পারে। তবে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। তাই ইরান যুদ্ধ ও হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলেও আপাতত আশঙ্কার কিছু নেই। পরিস্থিতি খারাপ হলে সরকার বিকল্প ব্যবস্থা নেবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

0 3 MAR 2026

ফেব্রুয়ারির রপ্তানিতে বড় পতন, সামনেও শঙ্কা

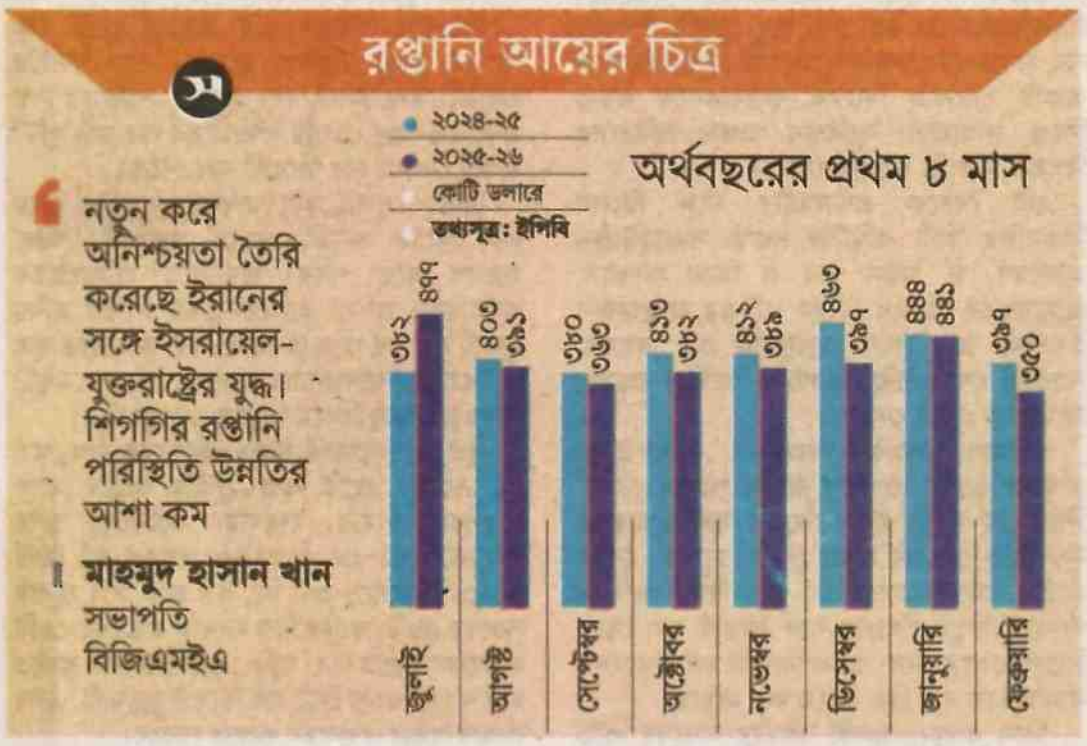

নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। শিগগির রপ্তানি পরিস্থিতি উন্নতির আশা কম

মাহমুদ হাসান খান
সভাপতি
বিজিএমইএ

সমকাল প্রতিবেদক

রপ্তানি আয়ে টানা পতন সাত মাসে গুড়াল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি কমেছে ১২ শতাংশের মতো। এর আগে গত জানুয়ারিতে রপ্তানি কমে যায় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। প্রধান পণ্য তৈরি পোশাকের রপ্তানি এই গড়ের চেয়েও বেশি। মাসটিতে পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৩ শতাংশেরও বেশি। অন্যান্য বড় পণ্যের বেলায়ও একই গতি। তবে ছোটখাটো কয়েকটি পণ্যের রপ্তানি কিছুটা বেড়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয় ২৫ শতাংশের মতো। এরপর প্রতি মাসেই রপ্তানি কমছে।

প্রতি মাসে গড়ে সাড়ে ৪০০ কোটি ডলারের মতো রপ্তানি আয় হয়ে থাকে। তবে ২৮ দিনের মাস ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি আয় এসেছে ৩৫০ কোটি ডলারের কিছুটা কম। এই আয় আগের মাস জানুয়ারির চেয়ে ২১ শতাংশ কম। জানুয়ারি মাসের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪১ কোটি ডলার। অন্যদিকে এই অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে রপ্তানি কমেছে আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। গত ৮ মাসে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ তিন হাজার ১৯১ কোটি ডলারের মতো। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে এটি ছিল তিন হাজার ২৯৪ কোটি ডলারেরও কিছু বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, একাধিক কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে রপ্তানি এতটা কমেছে। প্রথমত, জাতীয় নির্বাচনের কারণে অতিরিক্ত তিন দিনের মতো কারখানা বন্ধ ছিল। এ কারণে তিন দিনের রপ্তানি আয় কম। মাস ছিল ২৮ দিনের, সেখানে দুই দিন কম। এই পাঁচ দিনের উৎপাদন ও রপ্তানি কম হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন সামনে রেখে অনিশ্চয়তায় ব্র্যান্ড-ক্রেতারা রপ্তানি আদেশ কম দিয়েছিল। সেটাও একটা বড় কারণ ছিল। আর মার্কিন পাল্টা শুল্ক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় অস্থিরতার কারণে গত ৮ মাস ধরে রপ্তানি তো কমছেই।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, আগামী মাসেও রপ্তানির একই চিত্র দেখতে হতে পারে। নতুন করে মাথাব্যথার কারণ হিসেবে সামনে এসেছে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। এতে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে যে উত্তেজনা শুরু হলো কবে নাগাদ সেটার সুরাহা হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ায় আমদানি-রপ্তানি ব্যয় এবং সময় দুটোই বাড়ছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশে উৎপাদন ব্যয়ও বাড়বে। এসব কারণে রপ্তানি খাতের জন্য শিগগির কোনো সুখবর দেখা যাচ্ছে না।

ইপিবির প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি মাসে পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৩ দশমিক ২১ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ২৮২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যা ছিল ৩২৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ রপ্তানি আয় কমেছে ৪২ কোটি ডলার। তৈরি পোশাকের মধ্যে নিটপণ্যের অবস্থা বেশি খারাপ। নিট পোশাকের রপ্তানি কমেছে প্রায় সাড়ে ১৫ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ১৪০ কোটি ডলারের নিটপণ্য। তুলনায় কিছুটা কম খারাপ পরিস্থিতি ওভেন অর্থাৎ শার্ট-প্যান্ট জাতীয় পোশাকের। এ জাতীয় পোশাকের রপ্তানি কমেছে ১১ শতাংশের কিছু কম। ১৪২ কোটি ডলারের ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় এসেছে দুই হাজার ৫৮০ কোটি ডলার। এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম। পোশাকের সমজাতীয় পণ্য হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি কমছে ১ শতাংশের মতো। রপ্তানি হয়েছে আট কোটি ৩৫ লাখ ডলারের। তবে আগের মাসগুলোতে ভালো রপ্তানি আয়ের সুবাদে গত আট মাসের গড় রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ শতাংশের মতো বেশি। নিট, ওভেন ও অন্যান্য সমজাতীয় পণ্য মিলে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় মোট রপ্তানি আয়ের ৮৭ শতাংশ আসে।

তৈরি পোশাকের বাইরে অন্য পণ্যের মধ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমেছে ১১ দশমিক ২৮ শতাংশ। রপ্তানি নেমে এসেছে ছয় কোটি ডলারে। তবে কৃষি খাতের পণ্য চায়ের রপ্তানি বেড়েছে ২৬ শতাংশ। শুকনো খাবার রপ্তানি বেড়েছে ১৫ শতাংশ। বিভিন্ন ধরনের ফলমূল রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশের মতো। যদিও সবজি রপ্তানি কমে গেছে ৩৮ শতাংশের মতো।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমছে সাড়ে ৫ শতাংশের কিছু বেশি। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি কমেছে চামড়ার জুতায়, ২১ শতাংশ। তবে চামড়া ও চামড়াপণ্যের রপ্তানি আগের গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের চেয়ে বিভিন্ন হারে বেড়েছে।

বড় পণ্যের মধ্যে পাটের রপ্তানি কমেছে ১১ শতাংশের বেশি। সবচেয়ে বেশি কমেছে কাঁচাপাট রপ্তানি। পণ্যটির রপ্তানি ৪০ শতাংশ কমেছে। পাটের বস্তার রপ্তানি কমেছে ৩১ শতাংশ। এই খাতের একমাত্র পাটের সুতার রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ৩ শতাংশ। সব মিলিয়ে পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি থেকে আয় এসেছে ছয় কোটি ডলারের মতো। জীবন্ত ও হিমায়িত মাছের রপ্তানি কমেছে ৮ শতাংশের মতো। এ খাতের হিমায়িত চিংড়ি, কাঁকড়া সব পণ্যের রপ্তানি কমেছে। মোট রপ্তানি আয় এসেছে তিন কোটি ডলারেরর কিছু বেশি।

রপ্তানি খাতের উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে ওষুধ ব্যতিক্রম। রপ্তানি বেড়েছে ২০ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে দুই কোটি ডলারের বিভিন্ন ওষুধ। এ ছাড়া প্লাস্টিক ও প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানিও বেড়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা

প্রথম আলো
0 3 MAR 2026

মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে সবজি রপ্তানি প্রায় বন্ধ

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশ থেকে দিনে ৩৫-৪০ টন সবজি রপ্তানি হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪০% গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাঁচা মরিচ থেকে শুরু করে লাউ, কুমড়া, বেগুন, ঢ্যাঁড়স, পেঁপে, চিচিঙ্গা, কাঁকরোল, বরবটি, শিম, টমেটোসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি রপ্তানি হয়। গত শনিবার থেকে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাত শুরু হওয়ায় ওই অঞ্চলের আকাশপথ বন্ধ রয়েছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিমান যাচ্ছে না। এতে সবজি রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

একাধিক রপ্তানিকারক বলছেন, শনিবার থেকে সবজি রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশ বন্ধ রয়েছে। যতক্ষণ আকাশপথ সচল না হচ্ছে ততক্ষণ সবজি রপ্তানি স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ নেই। সংকট যদি দীর্ঘ সময় হয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের সবজির বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা প্রতিযোগী দেশের ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শীত মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে দিনে ৩৫-৪০ টন সবজি রপ্তানি হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের গন্তব্য সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ওমান। এর বাইরে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় বাংলাদেশে সবজি। বর্তমানে ১৮০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সবজি রপ্তানি করে। সবজির পাশাপাশি মৌসুমি ফলমূলও রপ্তানি করেন এই ব্যবসায়ীরা।

জানতে চাইলে সবজি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্মরণিকা ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী মাসুদুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা সপ্তাহে ১০-১২ টন সবজি ও ফল রপ্তানি করি। তবে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে এখন পণ্য যাচ্ছে না। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে আমরা বিপদে পড়ব। বাজারে বেশি সময় গ্যাপ থাকবে না। কেউ না কেউ সুযোগ নিয়ে নেবে।'

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বাহিনী শনিবার সকালে ইরানে হামলা চালায়। পাল্টা জবাবে ইসরায়েলের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। ফলে ইউএই, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, সৌদি আরব ও ইরাকে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এতে এ অঞ্চলের সব ফ্লাইট বন্ধ। সব ধরনের জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালিও বন্ধ করে দিয়েছে ইরান।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ৫ কোটি ৭৭ লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি হয়েছিল ৪ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের সবজি।

বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে আট কোটি ডলারের সবজি রপ্তানি হয়। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১ কোটি ১৬ লাখ ডলার, ইউএইতে ৯৯ লাখ ডলার, কাতারে ৪১ লাখ ডলার, কুয়েতে ৩১ লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়। এর বাইরে যুক্তরাজ্যে ১ কোটি ৫৫ লাখ ডলার, ইতালিতে ৩৬ লাখ ও কানাডায় ২৩ লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়েছে।

কোন দেশে কত রপ্তানি

দেশ	রপ্তানি
সৌদি আরব	১.১৬
ইউএই	০.৯৯
কাতার	০.৪১
কুয়েত	০.৩১
যুক্তরাজ্য	১.৫৫
কানাডা	০.২৩
ইতালি	০.৩৬

২০২৪-২৫ অর্থবছর, কোটি ডলারে

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৩৯টি ফ্লাইট গতকাল সোমবার এক দিনেই বাতিল হয়েছে। এই ফ্লাইটগুলোর দুবাই, বাহরাইন, কুয়েত ও কাতারে যাওয়ার কথা ছিল। ওমান, সৌদি আরবসহ অন্যান্য গন্তব্যে উড়োজাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। শনিবার দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উড়োজাহাজ সংস্থার ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। পরদিন রোববার বাতিল হয় ৪০টি ফ্লাইট। সব মিলিয়ে গত তিন দিনে ১০২টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

একাধিক সবজি রপ্তানিকারক জানান, সৌদি আরবের জেদ্দা ও মদিনায় ফ্লাইট গেলেও রিয়াদে যাচ্ছে না। অথচ রিয়াদেই বেশি সবজি যায়। তা ছাড়া কাতার এয়ারওয়েজ ও এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইট স্থগিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে সবজি পাঠানো যাচ্ছে না। তবে যুক্তরাজ্য, ইতালির রোম ও কানাডায় বিমান বাংলাদেশের ফ্ল্যাট থাকায় দেশ তিনটিতে কিছু সবজি যাচ্ছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবল অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফভিএপিইএ) সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর *প্রথম আলো*কে বলেন, 'শীতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কিছু শাকসবজি উৎপাদন হয়। তবে গ্রীষ্মকালে তাদের উৎপাদন থাকে না বলে আমাদের সবজি রপ্তানি চার-পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। সামনে ভরা মৌসুম আসছে। এমন সময় মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা আমাদের ব্যবসার জন্য বড় ধরনের দুশ্চিন্তার।'

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা দীর্ঘায়িত না হলে বাংলাদেশের সবজি রপ্তানির বাজার টিকে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন মোহাম্মদ মনসুর। তিনি বলেন, 'সবজি রপ্তানিতে আমাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। আকাশপথ বন্ধ থাকলেও তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই। কারণ মুম্বাই থেকে তিন দিনেই মধ্যপ্রাচ্যে পণ্য চলে যায়। আর আমাদের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পাঠালে ২৫ দিন লেগে যায়। ফলে যুদ্ধ কবে বন্ধ হবে, সে অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই।'

প্রথম আলো

0 3 MAR 2026

বাণিজ্যিক সম্পর্ক সহজ করার তাগিদ

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে ১১ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য রয়েছে। তবে ভারতের সঙ্গে গত দেড় বছরে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার কাছে এগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে আগামী দিনে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সহজ ও ভালো করা যায়। বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে যৌথভাবে কাজ করবে ভারত ও বাংলাদেশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলমের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান ও অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা সাংবাদিকদের বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, তা সম্প্রসারণে নতুন সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে ভারত। অর্থনীতি ও বিনিয়োগ সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী। ভিসা কার্যক্রমও দ্রুত স্বাভাবিক করা হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে বন্ধ থাকা বর্ডার হাট ও বেশ কিছু স্থলবন্দর পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ভারতীয় অর্থায়নের প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

দুই দেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্কে যে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠার সময় এসেছে—এমন মন্তব্য করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) উত্তরণ পেছানোর প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের জোগান নিশ্চিত করা—সব ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এলডিসি উত্তরণ পেছানোর বিষয়ে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, সেটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভারত এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতামূলক অবস্থানে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যা বললেন প্রণয় ভার্মা

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ভবিষ্যৎ সহযোগিতা যেন নিজ নিজ জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হয়, তা নিয়ে কথা হয়েছে। কীভাবে এটিকে আরও ভবিষ্যৎ-মুখী, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবননির্ভর করা যায়, অর্জনগুলোকে ব্যবহার করে কীভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করা যায় এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক কীভাবে আরও গভীর করা যায়—বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রণয় ভার্মা বলেন, 'নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎ-মুখীভাবে একসঙ্গে কাজ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং মানুষকেন্দ্রিক সহযোগিতা জোরদার করার আমাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছি।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
0 3 MAR 2026

টানা সাত মাস পণ্য রপ্তানি কমল

ইপিবির তথ্য

গত মাসে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি কমেছে।

- চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি কমেছে ৩.১৫%।
- চলতি অর্থবছরের আট মাসের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে সবচেয়ে কম তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নেতিবাচক ধারা থেকে বেরোতে পারছে না দেশের পণ্য রপ্তানি। গত ফেব্রুয়ারিতে টানা সপ্তম মাসের মতো রপ্তানি কমেছে। গত মাসে ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ কম।

টানা সাত মাস রপ্তানি কমায় চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। এ সময়ে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ১৯১ কোটি ডলারের পণ্য, যা দেশীয় মুদ্রায় ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার সমান।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার রপ্তানি আয়ের এই হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, গত মাসে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি কমেছে। তার বিপরীতে প্রকৌশল পণ্য ও প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরানে হামলার চালানোর পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে পণ্য রপ্তানি নিয়ে নতুন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন রপ্তানিকারকেরা। তাঁরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও রপ্তানি নতুন করে সংকটে পড়বে। ইতিমধ্যে কিছু পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হতে শুরু হয়েছে।

দেশের মোট পণ্য রপ্তানির সিংহভাগই তৈরি পোশাক। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের মধ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে সবচেয়ে কম তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৮২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ২৮৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। বাকি

> **টানা কয়েক মাস রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় থাকার ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়েও বৈশ্বিক কারণ বেশি দায়ী। মূলত ট্রাম্পের শুল্কের কারণে রপ্তানিতে প্রভাব পড়ছে।**
>
> খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম,
> গবেষণা পরিচালক, সিপিডি

পোশাক রপ্তানি হয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ২ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম।

দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিও কমেছে। গত মাসে ৮ কোটি ৩৭ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়া পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম। সামগ্রিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৭৯ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি।

রপ্তানিতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৬৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। গত প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কমেছে ১১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এর আগের মাস অর্থাৎ জানুয়ারিতে মোট ৭ কোটি ৩১ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়।

গত আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ৫৫ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তবে ফেব্রুয়ারি মাসে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। ফেব্রুয়ারিতে এই খাতের রপ্তানি হয়েছে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের পণ্য, যা জানুয়ারিতে ছিল ৭ কোটি ৫২ লাখ। এক মাসে রপ্তানি কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ।

হোম টেক্সটাইল খাতের রপ্তানি জানুয়ারি মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে ৪ শতাংশ কমেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে এই খাতের মোট ৮ কোটি ৩৫ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এটি গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কম। জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আট মাসে এই খাতের ৫৯ কোটি ৩৪ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। সে হিসাবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ২ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

এদিকে গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি ১৫ শতাংশ ও প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি সাড়ে ৭ শতাংশ বেড়েছে।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'টানা কয়েক মাস রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় থাকার ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়েও বৈশ্বিক কারণ বেশি দায়ী। মূলত ট্রাম্পের শুল্কের কারণে রপ্তানিতে প্রভাব পড়ছে। শুল্কনীতির যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, তাঁরা কম কিনছেন। অন্যদিকে, চীন ও ভারতের মতো দেশগুলো মার্কিন বাজারে উচ্চ শুল্কের মুখে পড়ে তারা ইউরোপের বাজারে তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ বাড়িয়েছে। এতে আমাদের বাড়তি প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।'

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'এ অবস্থায় করণীয় হলো আমাদের উৎপাদন ব্যয় কমানো। এটি খুব দ্রুত করা যায় না। তবে শুরুটা করতে হবে। এ জন্য সুদের হার কমানো, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার আরও প্রতিযোগিতামূলক করা ও উচ্চমূল্যস্ফীতি কমানোর

তৈরি পোশাক	২০২৪-২৫	২,৬৮০
	২০২৫-২৬	২,৫৮০
	প্রবৃদ্ধি	-৩.৭৩%
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৭৪
	২০২৫-২৬	৬৭
	প্রবৃদ্ধি	-১০.০১%
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৭৬
	২০২৫-২৬	৭৯
	প্রবৃদ্ধি	৪.৪১%

টানা সাত মাস পণ্য রপ্তানি কমল

ইপিবির তথ্য

গত মাসে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি কমেছে।

- চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি কমেছে ৩.১৫%।
- চলতি অর্থবছরের আট মাসের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে সবচেয়ে কম তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নেতিবাচক ধারা থেকে বেরোতে পারছে না দেশের পণ্য রপ্তানি। গত ফেব্রুয়ারিতে টানা সপ্তম মাসের মতো রপ্তানি কমেছে। গত মাসে ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ কম।

টানা সাত মাস রপ্তানি কমায় চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। এ সময়ে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ১৯১ কোটি ডলারের পণ্য, যা দেশীয় মুদ্রায় ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার সমান।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার রপ্তানি আয়ের এই হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, গত মাসে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি কমেছে। তার বিপরীতে প্রকৌশল পণ্য ও প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরানে হামলার চালানোর পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে পণ্য রপ্তানি নিয়ে নতুন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন রপ্তানিকারকেরা। তাঁরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও রপ্তানি নতুন করে সংকটে পড়বে। ইতিমধ্যে কিছু পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হতে শুরু হয়েছে।

দেশের মোট পণ্য রপ্তানির সিংহভাগই তৈরি পোশাক। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের মধ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে সবচেয়ে কম তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৮২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ২৮৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। বাকি মাসগুলোতে ৩০০ কোটি ডলারের বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ২ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম।

> **টানা কয়েক মাস রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় থাকার ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়েও বৈশ্বিক কারণ বেশি দায়ী। মূলত ট্রাম্পের শুল্কের কারণে রপ্তানিতে প্রভাব পড়ছে।**
>
> খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম,
> গবেষণা পরিচালক, সিপিডি

দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিও কমেছে। গত মাসে ৮ কোটি ৩৭ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়া পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম। সামগ্রিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৭৯ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি।

রপ্তানিতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৬৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৬ কোটি ৯ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কমেছে ১১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এর আগের মাস অর্থাৎ জানুয়ারিতে মোট ৭ কোটি ৩১ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়।

গত আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ৫৫ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তবে ফেব্রুয়ারি মাসে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। ফেব্রুয়ারিতে এই খাতের রপ্তানি হয়েছে ৫ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের পণ্য, যা জানুয়ারিতে ছিল ৭ কোটি ৫২ লাখ। এক মাসে রপ্তানি কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ।

হোম টেক্সটাইল খাতের রপ্তানি জানুয়ারি মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে ৪ শতাংশ কমেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে এই খাতের মোট ৮ কোটি ৩৫ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এটি গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কম। জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আট মাসে এই খাতের ৫৯ কোটি ৩৪ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। সে হিসাবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ২ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

এদিকে গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি ১৫ শতাংশ ও প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি সাড়ে ৭ শতাংশ বেড়েছে।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'টানা কয়েক মাস রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় থাকার ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়েও বৈশ্বিক কারণ বেশি দায়ী। মূলত ট্রাম্পের শুল্কের কারণে রপ্তানিতে প্রভাব পড়ছে। শুল্কনীতির যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, তাঁরা কম কিনছেন। অন্যদিকে, চীন ও ভারতের মতো দেশগুলো মার্কিন বাজারে উচ্চ শুল্কের মুখে পড়ে তারা ইউরোপের বাজারে তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ বাড়িয়েছে। এতে আমাদের বাড়তি প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।'

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'এ অবস্থায় করণীয় হলো আমাদের উৎপাদন ব্যয় কমানো। এটি খুব দ্রুত করা যায় না। তবে শুরুটা করতে হবে। এ জন্য সুদের হার কমানো, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার আরও প্রতিযোগিতামূলক করা ও উচ্চমূল্যস্ফীতি কমানোর দিকে নজর দিতে হবে।'

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৮ মাসে পণ্য রফতানি

মাস	রফতানি (কোটি ডলার)	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৪৭৭.০৫	২৪.৯০
আগস্ট	৩৯১.৫০	-২.৯৩
সেপ্টেম্বর	৩৬২.৭৫	-৪.৬১
অক্টোবর	৩৮২.৩৮	-৭.৪৩
নভেম্বর	৩৮৯.১৫	-৫.৫৪
ডিসেম্বর	৩৯৬.৮২	-১৪.২৫
জানুয়ারি	৪৪১.৩৬	-০.৫০
ফেব্রুয়ারি	৩৪৯.৫২	-১২.০৩

সূত্র : ইপিবি

চলতি অর্থবছরের আট মাসে পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ৩ হাজার ১৯০ কোটি ৫৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয় ৩ হাজার ২৯৪ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার ডলারের

বণিক বার্তা
03 MAR 2026

২০২৫-২৬ অর্থবছর আট মাসে রফতানি কমেছে ৩.১৫%

যুদ্ধ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ক্রয়াদেশ কমার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। গতকাল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। রফতানিকারকরা বলছেন, ধারাবাহিকভাবে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি নিয়ে আগে থেকেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন তারা। এখন নতুন উদ্বেগের কারণ হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত। পরিস্থিতি শান্ত না হলে পণ্য পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়াসহ ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অবধারিতভাবে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের আট মাসে পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ৩ হাজার ১৯০ কোটি ৫৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয় ৩ হাজার ২৯৪ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার ডলারের। এ হিসাবেই রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিশ্ববাজারে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু এর পরের সাত মাসে টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দেশের রফতানি খাতে। জানুয়ারিতে (২০২৬) নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৫০ শতাংশ। ইপিবি কর্তৃক গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বশেষ ফেব্রুয়ারিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

এদিকে এরই মধ্যে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেখা গেছে রফতানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তিতে। ১ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত উইকলি সিলেকটেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটর্সের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা কমেছে ১০ দশমিক ৬৯ শতাংশ ও নিষ্পত্তি কমেছে ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ। সব মিলিয়ে আগামী দিনগুলোতে রফতানির গতিপ্রকৃতি নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট খাতের নেতারা।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের সদ্য সমাপ্ত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে ৩৪৯ কোটি ৫২ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রফতানি হয়েছিল ৩৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায়

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অর্থমূল্য বিবেচনায় পণ্য রফতানি কমেছে ১২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

এর আগে গত জানুয়ারিতে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয় দশমিক ৫০ শতাংশ। ডিসেম্বরে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। নভেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রফতানি কমে যায় ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। অক্টোবরে কমার হার ছিল ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে ছিল ঋণাত্মক ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। আগস্টে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয় ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

ইপিবির তথ্য বলছে, অর্থবছরের আট মাসে তৈরি পোশাক (আরএমজি) রফতানি হয়েছে ২ হাজার ৫৭৯ কোটি ৬১ লাখ ৩০ হাজার ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম। এ খাতের মধ্যে নিটওয়্যার ওভেন পোশাকের তুলনায় শক্তিশালী পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বলে জানিয়েছে ইপিবি। সংস্থাটির দাবি, ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমার হারটি 'সামান্য'। রফতানির সার্বিক চিত্র বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মধ্যেও এ খাতের স্থিতিশীলতাকে নির্দেশ করে বলে মনে করছে ইপিবি।

সেটার ওপর সব নির্ভর করছে।'

টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'প্রথম কথা হচ্ছে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় খারাপ কাজ যেগুলো হয়েছিল, সেগুলোর প্রভাবে নন-পারফর্মিং লোন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। এরপর দেখা দিল মূল্যস্ফীতি। আমাদের খরচ বেড়ে গিয়ে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আবার রাজনৈতিক কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে। ট্রাম্পের ট্যারিফের কারণে অনেক কারখানা ক্রেতাও হারাল। এরপর নির্বাচন হবে কি হবে না, এ অনিশ্চয়তায় ক্রেতারা বেশ রক্ষণশীল ছিল। সবকিছু মিলেই নেগেটিভ হবে, সেটা তো অবধারিত। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হচ্ছে। যেমন নির্বাচনটা ভালোভাবে হয়ে গেছে। আস্থা ফিরে আসছে। মূল্যস্ফীতিও নিচের দিকে যাচ্ছে।'

নতুন ক্রয়াদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'ক্রয়াদেশের অবস্থা আমরা আশা করছি এপ্রিল অনওয়ার্ড ভালো হবে। কিন্তু যুদ্ধ যদি অন্যদিকে মোড় নেয় তাহলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে আরো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের

বণিক বার্তা
0 3 MAR 2026

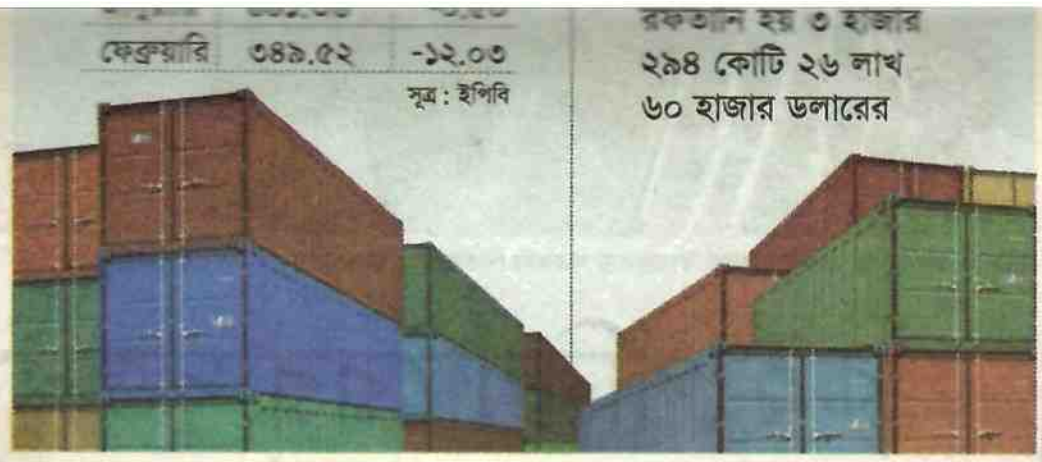

২০২৫-২৬ অর্থবছর

আট মাসে রফতানি কমেছে ৩.১৫%

যুদ্ধ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ক্রয়াদেশ কমার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। গতকাল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। রফতানিকারকরা বলছেন, ধারাবাহিকভাবে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি নিয়ে আগে থেকেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন তারা। এখন নতুন উদ্বেগের কারণ হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত। পরিস্থিতি শান্ত না হলে পণ্য পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়াসহ ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অবধারিতভাবে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের আট মাসে পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ৩ হাজার ১৯০ কোটি ৫৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয় ৩ হাজার ২৯৪ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার ডলারের। এ হিসাবেই রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিশ্ববাজারে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু এর পরের সাত মাসে টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দেশের রফতানি খাতে। জানুয়ারিতে (২০২৬) নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৫০ শতাংশ। ইপিবি কর্তৃক গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বশেষ ফেব্রুয়ারিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

এদিকে এরই মধ্যে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেখা গেছে রফতানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তিতে। ১ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত উইকলি সিলেকটেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটর্সের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা কমেছে ১০ দশমিক ৬৯ শতাংশ ও নিষ্পত্তি কমেছে ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ। সব মিলিয়ে আগামী দিনগুলোতে রফতানির গতিপ্রকৃতি নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট খাতের নেতারা।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের সদ্য সমাপ্ত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে ৩৪৯ কোটি ৫২ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রফতানি হয়েছিল ৩৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায়

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অর্থমূল্য বিবেচনায় পণ্য রফতানি কমেছে ১২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

এর আগে গত জানুয়ারিতে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয় দশমিক ৫০ শতাংশ। ডিসেম্বরে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। নভেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রফতানি কমে যায় ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। অক্টোবরে কমার হার ছিল ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে ছিল ঋণাত্মক ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। আগস্টে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয় ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

ইপিবির তথ্য বলছে, অর্থবছরের আট মাসে তৈরি পোশাক (আরএমজি) রফতানি হয়েছে ২ হাজার ৫৭৯ কোটি ৬১ লাখ ৩০ হাজার ডলারের, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম। এ খাতের মধ্যে নিটওয়্যার ওভেন পোশাকের তুলনায় শক্তিশালী পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বলে জানিয়েছে ইপিবি। সংস্থাটির দাবি, ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমার হারটি 'সামান্য'। রফতানির সার্বিক চিত্র বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মধ্যেও এ খাতের স্থিতিশীলতাকে নির্দেশ করে বলে মনে করছে ইপিবি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, সামগ্রিক রফতানিতে সামান্য হ্রাসের কারণ হিসেবে বন্দর কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, জাতীয় নির্বাচন এবং প্রধান বাজারগুলোতে বৈশ্বিক চাহিদার মন্দার মতো সাময়িক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, হালকা প্রকৌশল, হিমায়িত মাছসহ বেশ কয়েকটি প্রধান খাত বছরওয়ারি ভিত্তিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের রফতানি বাস্কেট বৈচিত্র্যকরণের প্রতিফলন ও উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে মনে করছে ইপিবি।

ইপিবির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের আট মাসে অর্থমূল্য বিবেচনায় মোট রফতানির ৮০ দশমিক ৮৫ শতাংশই ছিল তৈরি পোশাক পণ্য। এ পণ্যসংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতারা রফতানির বিদ্যমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'ফেব্রুয়ারি ডিক্লাইন হবে, এটাই স্বাভাবিক, কারণ মাসটাই ছিল ছোট। তারপরে ইলেকশন উপলক্ষে বাড়তি বন্ধ ছিল। মার্চেও ডিক্লাইনিং হবে। আমরা আশাবাদী ছিলাম যে এপ্রিল ও আগামী দিনগুলোতে ভালো হবে। কিন্তু যুদ্ধটা কোন দিকে মোড় নেয়, সেটার ওপর সব নির্ভর করছে।'

টানা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'প্রথম কথা হচ্ছে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় খারাপ কাজ যেগুলো হয়েছিল, সেগুলোর প্রভাবে নন-পারফর্মিং লোন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। এরপর দেখা দিল মূল্যস্ফীতি। আমাদের খরচ বেড়ে গিয়ে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আবার রাজনৈতিক কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে। ট্রাম্পের ট্যারিফের কারণে অনেক কারখানা ক্রেতাও হারাল। এরপর নির্বাচন হবে কি হবে না, এ অনিশ্চয়তায় ক্রেতারা বেশ রক্ষণশীল ছিল। সবকিছু মিলেই নেগেটিভ হবে, সেটা তো অবধারিত। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হচ্ছে। যেমন নির্বাচনটা ভালোভাবে হয়ে গেছে। আস্থা ফিরে আসছে। মূল্যস্ফীতিও নিচের দিকে যাচ্ছে।'

নতুন ক্রয়াদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'ক্রয়াদেশের অবস্থা আমরা আশা করছি এপ্রিল অনওয়ার্ড ভালো হবে। কিন্তু যুদ্ধ যদি অন্যদিকে মোড় নেয় তাহলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে আরো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'ফেব্রুয়ারির যে রফতানিতে ১২ শতাংশ নেতিবাচক দেখানো হয়েছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আরো বেশি হওয়ার কথা ছিল। প্রথম কারণ হচ্ছে এমনিতেই তো আমাদের রফতানি কমছিল। দ্বিতীয়ত, এ মাসে নির্বাচনের কারণে ক্রেতারা রফতানি টার্গেট কম রেখেছিল। তৃতীয়ত, ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ১২ দিন কাজ হয়নি। ফলে রফতানি আরো কমার কথা ছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এতদিন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনি। সেই খড়্গ এখনো চলছে। এর মধ্যে আবার মার্কিন-ইরান যুদ্ধ সামনের দিনগুলোতে রফতানি আরো ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ফলে রফতানি আরো কমে যাবে। আমাদের হাতে এ মুহূর্তে যে ওয়ার্ক অর্ডারের ফোরকাস্ট আছে, তাতে আগামী তিন মাসে এটা ইমপ্রুভ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার যুদ্ধের কারণে তো সময় ও খরচও বেড়ে যাচ্ছে।'

ইপিবি জানিয়েছে, রফতানি গন্তব্যের ক্ষেত্রে ৫৮৭ কোটি ৪১ লাখ ৩০ হাজার ডলারের পণ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তম বাজার হিসেবে অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং দশমিক ৭৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে প্রধান গন্তব্যগুলোর মধ্যে চীন সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধির হার ১৯ দশমিক ১২ শতাংশ।

xports keep falling for 7 months

February shipments decline again as RMG exports contract and global demand weakens

FE REPORT

Bangladesh's merchandise-export earnings remained under pressure in February 2026, extending a prolonged period of decline amid weakening global demand and mounting external headwinds.

The latest data show that the country's external-trade sector has yet to regain momentum, with readymade garment (RMG) shipments, the mainstay of exports, continuing to contract.

While several smaller sectors posted modest growth, exporters warn that geopolitical tensions, US tariff measures and intensifying competition from regional rivals are compounding the challenges facing the country's export engine.

The single-month merchandise export earnings in February 2026 registered a 12.03 per cent year-on-year negative growth for the seventh consecutive month compared to the same month in 2025.

In February 2026, Bangladesh earned US$3.49 billion, down from US$3.97 billion in February 2025, according to data released on Monday by the Export Promotion Bureau (EPB).

Meanwhile, overall export earnings during the first eight months of the current fiscal year also remained on a negative growth trajectory as shipments of the main export earner to major destinations declined.

Bangladesh earned US$31.90 billion during the July-February period of fiscal year 2025-26, reflecting a 3.15 per cent year-on-year negative growth against US$32.94 billion in the corresponding period of the previous fiscal year.

Exports slipped into year-on-year negative territory in August 2025, when the country recorded a 2.93 per cent fall.

The decline was followed by further contractions of 4.61 per cent in September, 7.43 per cent in October, 5.58 per cent in November, 14.25 per cent in December and 0.50 per cent in January.

Of the total February earnings, RMG brought in US$2.81 billion, marking a 13.21 per cent year-on-year decline compared to the same month in 2025, EPB data showed.

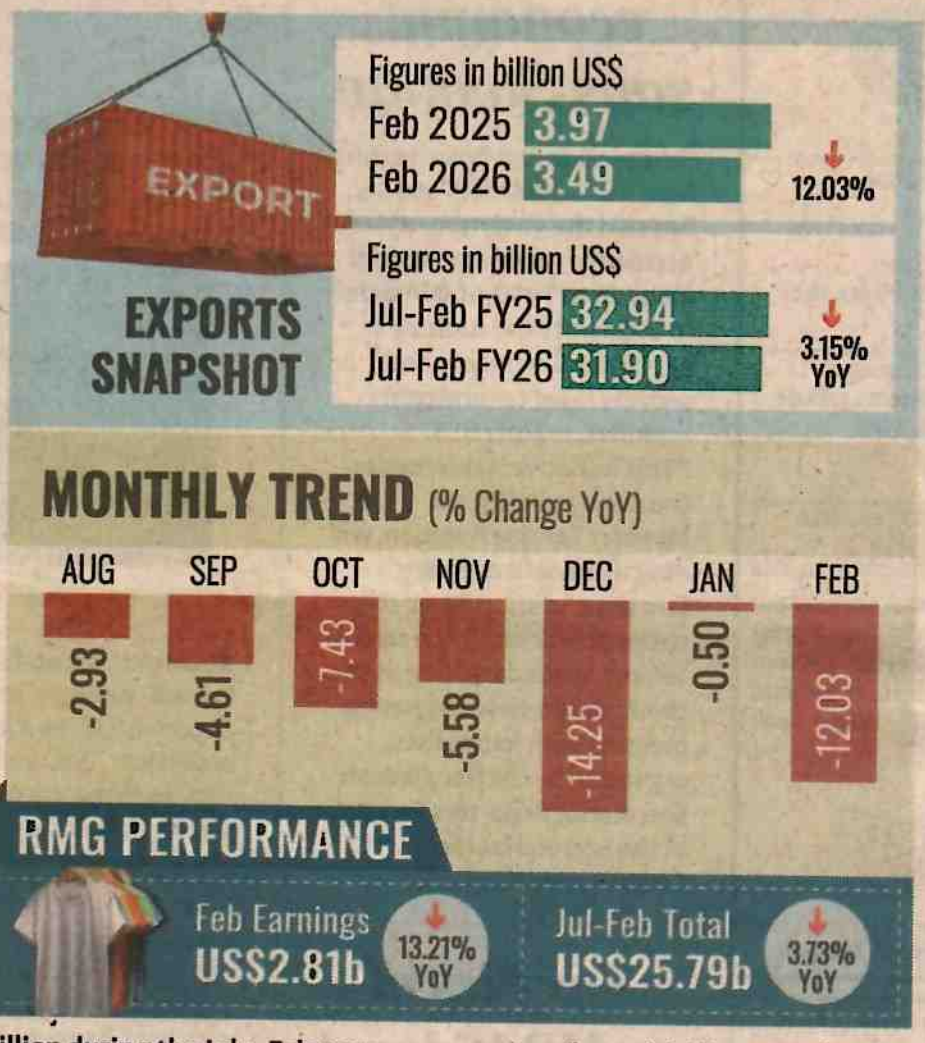

As usual, RMG maintained its dominant position, contributing US$25.79 billion, despite a 3.73 per cent negative growth, to total export earnings during the first eight months of the current fiscal year.

Within the clothing segment, knitwear exports fell by 4.56 per cent to US$13.68 billion, while woven garment exports declined by 2.79 per cent to US$12.10 billion.

Sources said that while the relatively strong performance in July reflected some resilience, the slowdown since August underscores mounting challenges for Bangladesh's export sector amid fluctuating global demand and shifting market dynamics.

Exporters attributed the negative export growth to weakening global demand, the imposition of reciprocal tariffs by the United States, and China's increased focus on markets where

Several key sectors, including leather and leather goods, jute and jute goods, home textiles, light engineering and frozen fish, registered positive year-on-year growth, reflecting gradual diversification of the country's export basket, it added.

Talking to The Financial Express, Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), attributed the declining trend to buyers holding back work orders during the election period, a general slowdown in orders due to sluggish global demand, and trade tensions stemming from US tariff measures.

He said that while the Russia-Ukraine war has yet to end, the world is witnessing fresh tensions between Iran and the United States, which could further dampen global demand.

The BKMEA leader apprehended a further

the holiday.

Exporters said buyers typically hold back work orders two to three months before a national election and monitor the situation for at least a month afterwards.

They added that US tariff measures have altered overall market dynamics, leading to weaker sales in that market and fewer new orders.

Moreover, China and India, in an effort to offset the impact of US tariffs, are "snatching away" orders by offering aggressively low prices.

The July-February breakdown shows that home textile exports rose by 2.67 per cent year on year to US$593.43 million.

Leather and leather products earned US$790.90 million, up 4.41 per cent.

The agricultural sector recorded a 10.01 per cent negative growth, earning US$668.17 million.

Jute and jute goods exports reached US$550.30 million, up slightly from US$547.88

The Financial Express

0 3 MAR 2026

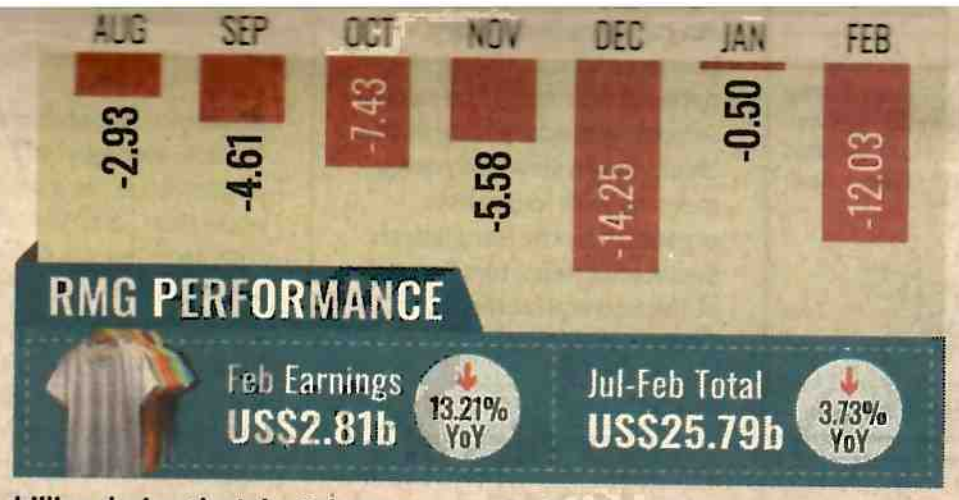

The Financial Express

0 3 MAR 2026

posted modest growth, exporters warn that geopolitical tensions, US tariff measures and intensifying competition from regional rivals are compounding the challenges facing the country's export engine.

The single-month merchandise export earnings in February 2026 registered a 12.03 per cent year-on-year negative growth for the seventh consecutive month compared to the same month in 2025.

In February 2026, Bangladesh earned US$3.49 billion, down from US$3.97 billion in February 2025, according to data released on Monday by the Export Promotion Bureau (EPB).

Meanwhile, overall export earnings during the first eight months of the current fiscal year also remained on a negative growth trajectory as shipments of the main export earner to major destinations declined.

Bangladesh earned US$31.90 billion during the July-February period of fiscal year 2025-26, reflecting a 3.15 per cent year-on-year negative growth against US$32.94 billion in the corresponding period of the previous fiscal year.

Exports slipped into year-on-year negative territory in August 2025, when the country recorded a 2.93 per cent fall.

The decline was followed by further contractions of 4.61 per cent in September, 7.43 per cent in October, 5.58 per cent in November, 14.25 per cent in December and 0.50 per cent in January.

Of the total February earnings, RMG brought in US$2.81 billion, marking a 13.21 per cent year-on-year decline compared to the same month in 2025, EPB data showed.

As usual, RMG maintained its dominant position, contributing US$25.79 billion, despite a 3.73 per cent negative growth, to total export earnings during the first eight months of the current fiscal year.

Within the clothing segment, knitwear exports fell by 4.56 per cent to US$13.68 billion, while woven garment exports declined by 2.79 per cent to US$12.10 billion.

Sources said that while the relatively strong performance in July reflected some resilience, the slowdown since August underscores mounting challenges for Bangladesh's export sector amid fluctuating global demand and shifting market dynamics.

Exporters attributed the negative export growth to weakening global demand, the imposition of reciprocal tariffs by the United States, and China's increased focus on markets where Bangladesh is competitive.

They also pointed to intense global competition, rising production costs, and ongoing geopolitical and trade uncertainties as significant external pressures weighing on export performance.

The EPB, however, attributed the overall decline, including that of the RMG sector, to temporary factors such as port disruptions, the national election and subdued demand in key markets.

Several key sectors, including leather and leather goods, jute and jute goods, home textiles, light engineering and frozen fish, registered positive year-on-year growth, reflecting gradual diversification of the country's export basket, it added.

Talking to The Financial Express, Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), attributed the declining trend to buyers holding back work orders during the election period, a general slowdown in orders due to sluggish global demand, and trade tensions stemming from US tariff measures.

He said that while the Russia-Ukraine war has yet to end, the world is witnessing fresh tensions between Iran and the United States, which could further dampen global demand.

The BKMEA leader apprehended a further deterioration in export performance in the coming months up to June, adding that the continued negative trend in export earnings reflects the harsh reality faced by the industry.

He urged the government to release cash incentive payments in a timely manner ahead of Eid and to provide soft loans to exporters who are not entitled to cash incentives so that they can pay workers' wages and festival allowances before the holiday.

Exporters said buyers typically hold back work orders two to three months before a national election and monitor the situation for at least a month afterwards.

They added that US tariff measures have altered overall market dynamics, leading to weaker sales in that market and fewer new orders.

Moreover, China and India, in an effort to offset the impact of US tariffs, are "snatching away" orders by offering aggressively low prices.

The July-February breakdown shows that home textile exports rose by 2.67 per cent year on year to US$593.43 million.

Leather and leather products earned US$790.90 million, up 4.41 per cent.

The agricultural sector recorded a 10.01 per cent negative growth, earning US$668.17 million.

Jute and jute goods exports reached US$550.30 million, up slightly from US$547.88 million during the period under review.

Frozen and live fish exports grew by 3.62 per cent to US$327.64 million during the first eight months of fiscal 2025-26.

Pharmaceutical exports rose by 6.32 per cent to US$154.66 million.

In FY25, Bangladesh earned US$48.28 billion from exports, driven by US$39.34 billion in RMG earnings.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

0 3 MAR 2026

Exports drop for 7th straight month on garment slump

Merchandise shipments declined 12% in Feb

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh's merchandise exports fell for the seventh consecutive month in February, declining 12.03 percent year-on-year (YoY) to $3.49 billion, driven primarily by weakening garment shipments.

For the first eight months of the fiscal year 2025-26 (FY26), exports dropped 3.15 percent to $31.90 billion, according to Export Promotion Bureau (EPB) data released yesterday.

BAD PERIOD FOR RMG

Readymade garments (RMG), which account for over 80 percent of national exports, recorded $25.79 billion during July-February, a 3.73 percent decline from the previous year.

February alone saw garment exports plunge 13.21 percent YoY to $2.81 billion, and 22.10 percent month-on-month from January's $3.61 billion.

Within the sector, knitwear exports fell 4.56 percent to $13.68 billion, while woven garments declined 2.79 percent to $12.10 billion during the eight-month period.

The EPB attributed the export decline to temporary factors including port disruptions, the national election, and subdued global demand. Agricultural products, cotton, jute goods, non-leather footwear, and ceramics all underperformed during the period.

Garment exporters cited multiple headwinds behind the drop in the sector.

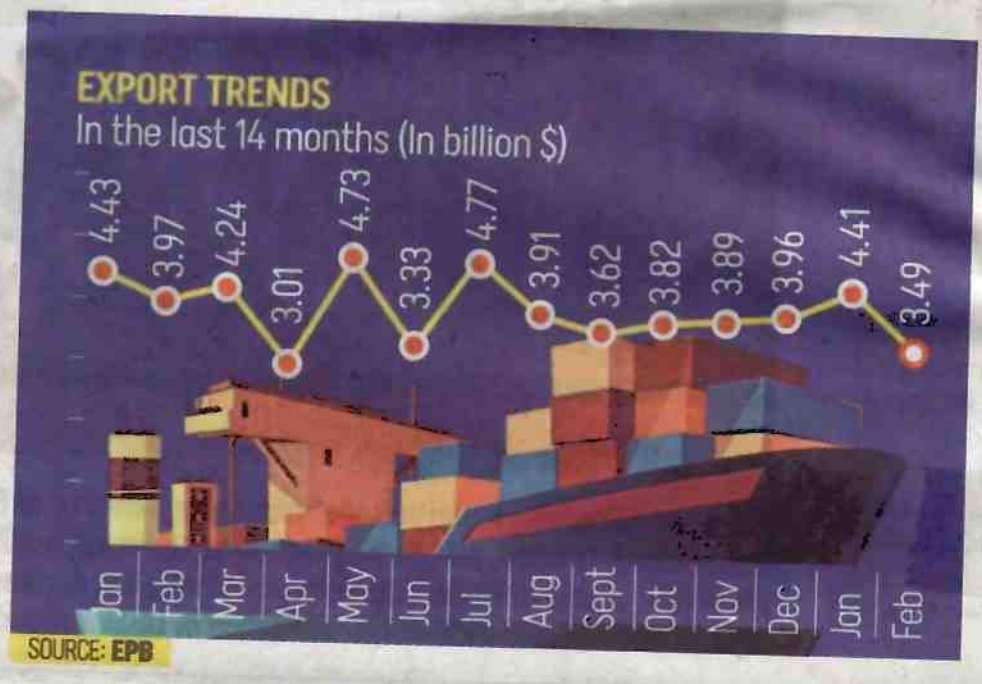

Faruque Hassan, managing director of garment exporter Giant Group, identified the United States' reciprocal tariffs as a major factor for the slowdown over the last few months.

In addition, he said, uncertainty ahead of the February national election prompted international retailers and brands to adopt a wait-and-see approach in the earlier months, slowing order placements.

Strained relations with India, an emerging export market for Bangladesh, have also weighed on performance.

Hassan said he does not expect exports to rebound in March as election-related and other holidays alongside a shorter month of 28 days in February significantly reduced working days.

FEAR OVER IRAN WAR

On top of these, Hassan said the US and Israel's ongoing war against Iran "will also affect the export of garment items from Bangladesh as the price of oil will also escalate the cost of production

Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange Bangladesh, also warned that the conflict may affect shipments to Western countries, including the two prime destinations – Europe and the US.

He explained that conflict near the Suez Canal, a vital shipping artery between Asia and the West, could force vessels to reroute via Africa's Cape of Good Hope, adding nearly 5,000 kilometres to journeys.

This would significantly increase shipping costs and maritime insurance premiums, he added.

"This will affect the country's competitiveness in the global supply chain," Reaz said.

However, BGMEA chief Khan

Merchandise shipments declined 12% in Feb

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh's merchandise exports fell for the seventh consecutive month in February, declining 12.03 percent year-on-year (YoY) to $3.49 billion, driven primarily by weakening garment shipments.

For the first eight months of the fiscal year 2025-26 (FY26), exports dropped 3.15 percent to $31.90 billion, according to Export Promotion Bureau (EPB) data released yesterday.

BAD PERIOD FOR RMG

Readymade garments (RMG), which account for over 80 percent of national exports, recorded $25.79 billion during July-February, a 3.73 percent decline from the previous year.

February alone saw garment exports plunge 13.21 percent YoY to $2.81 billion, and 22.10 percent month-on-month from January's $3.61 billion.

Within the sector, knitwear exports fell 4.56 percent to $13.68 billion, while woven garments declined 2.79 percent to $12.10 billion during the eight-month period.

The EPB attributed the export decline to temporary factors including port disruptions, the national election, and subdued global demand. Agricultural products, cotton, jute goods, non-leather footwear, and ceramics all underperformed during the period.

Garment exporters cited multiple headwinds behind the drop in the sector.

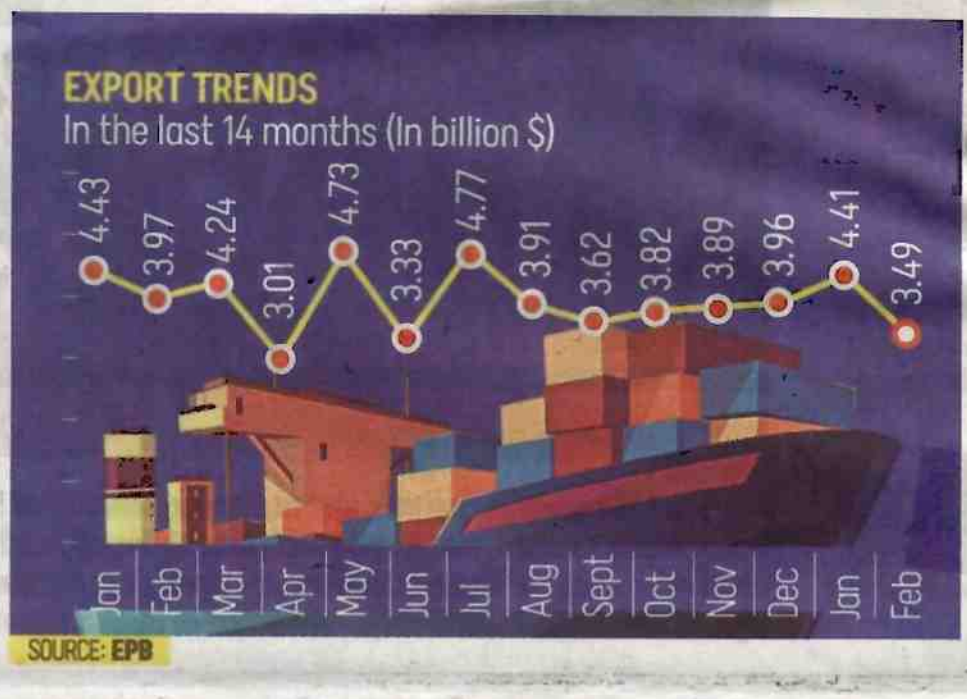

Faruque Hassan, managing-director of garment exporter Giant Group, identified the United States' reciprocal tariffs as a major factor for the slowdown over the last few months.

In addition, he said, uncertainty ahead of the February national election prompted international retailers and brands to adopt a wait-and-see approach in the earlier months, slowing order placements.

Strained relations with India, an emerging export market for Bangladesh, have also weighed on performance.

Hassan said he does not expect exports to rebound in March as election-related and other holidays alongside a shorter month of 28 days in February significantly reduced working days.

FEAR OVER IRAN WAR

On top of these, Hassan said the US and Israel's ongoing war against Iran "will also affect the export of garment items from Bangladesh as the price of oil will also escalate the cost of production in the country."

Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said garment exporters had anticipated a recovery as global supply chains revived.

However, echoing Hassan, he also said a prolonged US-Iran war could derail this optimism as higher oil prices are likely to push up production costs and affect the consumers' spending capacity.

"The war will increase spending, and consumers will buy less garment items for which shipments from Bangladesh may fall," he added.

Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange Bangladesh, also warned that the conflict may affect shipments to Western countries, including the two prime destinations – Europe and the US.

He explained that conflict near the Suez Canal, a vital shipping artery between Asia and the West, could force vessels to reroute via Africa's Cape of Good Hope, adding nearly 5,000 kilometres to journeys.

This would significantly increase shipping costs and maritime insurance premiums, he added.

"This will affect the country's competitiveness in the global supply chain," Reaz said.

However, BGMEA chief Khan confirmed that so far, no exporters have reported stuck shipments due to the war.

Despite the overall decline, several sectors showed resilience. EPB data shows that pharmaceuticals, home textiles, leather and leather goods, and frozen fish all posted positive growth during July-February.

The Business Standard

0 3 MAR 2026

Middle East war poses fresh threat to Bangladesh exports

EXPORTS – BANGLADESH

MIZANUR RAHMAN YOUSUF AND **REYAD HOSSAIN**

Bangladesh's exports have already been in negative territory for seven consecutive months, weighed down by soft demand in the United States and the European Union. Now, a fresh geopolitical shock from the Middle East threatens to compound the pressure.

The Arab states accounted for nearly $900 million of Bangladesh's annual exports in FY25, only a 2% share in aggregate terms, but significant for specific sectors. More than 60% of that is garments, with the remainder largely vegetables and other agro-products. Any prolonged disruption in the region would therefore strike at both industrial exports and perishable shipments.

Exporters are particularly concerned about the Strait of Hormuz, the narrow maritime corridor that underpins a substantial portion of Bangladesh's trade flows. I SEE PAGE 2 COL 3

- Within the region, Bangladesh's **largest export destination** is the **UAE**, followed by **Saudi Arabia**

MAJOR EXPORT ITEMS
- Apparels
- Agricultural products

The Business Standard
03 MAR 2026

If the conflict escalates and shipping lanes are constrained, the consequences may extend far beyond delayed consignments.

Dubai, in this context, is not merely an airport. It is a hinge in the architecture of global connectivity – linking Asia to Europe, Africa and North America. Flights from Dhaka to London, Singapore to Frankfurt, and Nairobi to New York all rely, directly or indirectly, on Gulf airspace and transit hubs. When that hinge weakens, aircraft are forced into longer routes, burning additional fuel and disrupting tightly calibrated logistics networks.

Recent developments offer an early signal. Airlines have suspended flights as commercial aviation recalibrates around conflict-affected airspace. Entire corridors of Central Asian connectivity have temporarily thinned because missiles traversed flight paths.

The economic arithmetic is unforgiving. Detours translate into higher fuel consumption at a time when oil markets are already reacting nervously to instability around the Strait of Hormuz, the artery through which roughly 21 million barrels of crude oil pass daily.

If prices climb toward or beyond $100 per barrel while airlines and cargo operators are compelled into longer routes, cost structures deteriorate rapidly. Insurance premiums rise. Freight charges adjust upward. Ticket prices follow. Supply chains stretch.

For an export-dependent economy like Bangladesh – already facing subdued demand in its principal markets – the multiplier effect of such disruptions can compound quickly.

Perishables rot at airports

Exporters say the sudden suspension of Middle East-bound flights has already caused financial losses, with perishable goods rotting at airports and new shipments put on hold amid uncertainty over air cargo operations.

On Saturday morning, Chattogram-based exporter Green World Impact transported nearly one tonne of fresh vegetables to Shah Amanat International Airport for shipment to Dubai, one of Bangladesh's key export destinations for agricultural produce.

However, airlines suspended most flights to Middle Eastern countries following regional airspace closures, leaving the consignment stranded. The vegetables eventually spoiled, causing losses of around $1,200.

Mohammad Mahbub Rana, owner of Green World Impact and a vegetable and fruit exporter, told The Business Standard that exporters were caught off guard by the sudden disruption.

"Every day, fresh vegetables and fruits worth around $2,50,000 are exported by air from Chattogram," he said. "After Saturday's cancellations, almost all prepared vegetables went to waste. Because flights remain uncertain, exporters have stopped preparing shipments over the past two days."

According to exporters, vegetable exports from Chattogram have effectively stopped as airlines suspended most Middle East-bound flights.

Pran-RFL Group is a major exporter of agricultural products from Bangladesh to Middle Eastern countries. Kamruzzaman Kamal, a director of the conglomerate, said, "If this conflict is prolonged, our exports will be severely disrupted."

It is not only agricultural goods that are affected; the transit of products to Europe via Middle Eastern airports is also being obstructed, he said.

> ***We have not yet observed any difficulties in shipping goods via sea routes. However, due to the prevailing issues in the Middle East, air shipments have been halted.***
>
> .....
>
> **INAMUL HAQUE KHAN BABLU**
> SENIOR VICE PRESIDENT, BGMEA

Apparel exports under strain

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group – a leading ready-made garment exporter with an annual turnover of approximately $300 million – said, "Some of my apparel consignments are currently stuck at Dhaka airport. They were scheduled to be flown to the UK as air cargo via Dubai. However, with Dubai airport operations suspended, we are in a difficult position."

He further noted: "The alternative is to route them through Delhi, but Delhi airport has already withdrawn those facilities for us. If we are now forced to reroute through Hong Kong, our costs will escalate significantly."

Expressing frustration, he said, "This situation has become a major cause for concern for us."

Discussions with garment exporters reveal that Inditex, a leading global apparel retailer and a top buyer for Bangladesh, handles a significant portion of its imports from the country via air cargo at its own expense. These shipments primarily use Dubai Airport as a transit hub; however, with operations at Dubai Airport suspended, this import route has been severely disrupted.

A senior official from the Inditex Dhaka office, on condition of anonymity, said, "We are currently unable to ship goods from Bangladesh due to the closure of Dubai Airport."

"We are in the process of gathering data to assess the extent of the impact," he noted, adding that "a prolonged closure would cause significant damage to our supply chain. We are now considering alternative hubs, including Colombo."

Kazi Azmal Hossain, legal affairs secretary of the Dhaka Customs Agents Association, which handles import and export logistics, said, "Our goods are stranded at the airport. We are unable to dispatch them."

A senior official at the Dhaka Custom House also confirmed that export consignments are currently held up. However, he was unable to provide specific data on the total volume of air cargo destined for the Middle East that had failed to depart.

ABM Nazmul Huda, general manager (cargo) Biman Bangladesh Airlines, said, "Except for Saudi Arabia, we are unable to dispatch any cargo to any other country in the Middle East."

Inamul Haque Khan Bablu, senior vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said, "We have not yet observed any difficulties in shipping goods via sea routes. However, due to the prevailing issues in the Middle East, air shipments have been halted."

He added, "We will begin assessing the extent of the damage after monitoring the situation for a few more days. If the conflict persists and airports remain closed, the supply chain will be severely compromised."

Shipping sector warns of container congestion

Shipping agents said the consequences may extend far beyond immediate export delays if the crisis continues.

A long-term disruption in the Strait of Hormuz could lead to container congestion at major transshipment hubs such as Singapore and Colombo, slowing global supply chains and increasing transportation expenses for Bangladeshi traders.

Khairul Alam Sujan, former director of the Bangladesh Shipping Agents Association, said Bangladesh exports a wide range of consumer goods and agricultural products to Middle Eastern countries, largely targeting expatriate populations.

"Exports to Middle Eastern markets have already been affected due to disruptions linked to the Strait of Hormuz," he said. "This is a strategic global shipping corridor. Any prolonged disruption will impact international trade flows and Bangladesh's shipping operations."

The Business Standard

0 3 MAR 2026

Exports shrink for seventh month as February shipments plunge

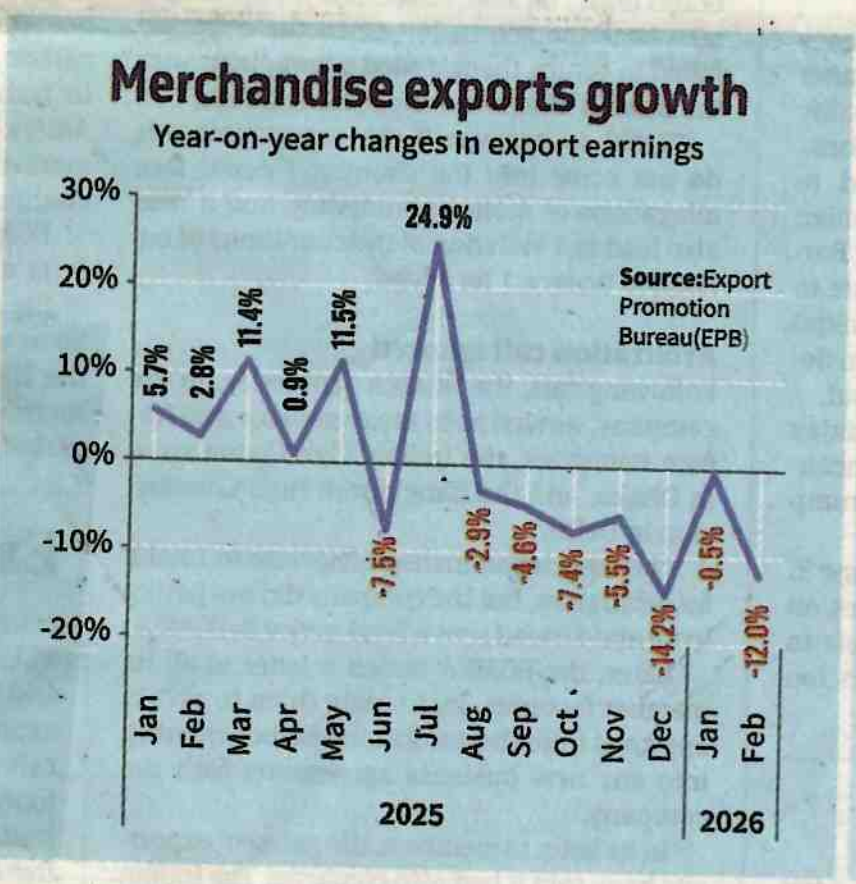

TRADE - BANGLADESH

TBS REPORT

The country's total exports fell 3.15% year-on-year in July-February of FY26

Bangladesh's export earnings remained in negative territory for the seventh consecutive month, as February shipments fell sharply due to weak global demand and ongoing geopolitical uncertainty.

Exports in February fell sharply to $3.50 billion, down 20.81% from January and 12.03% year-on-year, according to data released by the Export Promotion Bureau (EPB) yesterday.

Total exports in the first eight months of FY26 (July-February) declined 3.15% year-on-year to $31.9 billion.

Ready-made garments (RMG), which account for over 80% of the country's export earnings, dropped 3.73% year-on-year to $25.80 billion during the period.

February alone saw RMG earnings fall 22.1% month-on-month and 13.21% year-on-year, reflecting weaker order flows and shipment volatility. Within the sector, knitwear exports fell 4.56%, while woven garments declined 2.79%.

Experts blame falling US imports on President Trump's tariffs, while aggressive Chinese and Indian exports are undercutting prices in Europe. Weak demand in several countries adds to the strain.

Export analysts warn that the recent US-Israel strikes on Iran and rising geopolitical uncertainties could prolong the export slowdown.

However, exporters also cited multiple challenges behind the contraction.

Inamul Haque Khan Bablu, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told The Business Standard, "Due to Trump's tariffs, US buyers have reduced clothing imports because of uncertainty. Meanwhile, China and India are selling products at lower prices in Europe and other markets, intensifying competition outside the US."

Bablu added that hopes of improvement after Bangladesh's elections have dimmed due to renewed geopolitical tensions, including joint strikes on Iran by the US and Israel.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), emphasised the need for long-term competitiveness. "Bangladesh must increase productivity, reduce interest rates, stabilise energy prices, and maintain competitive exchange rates to remain relevant in global trade," he said.

He also urged initiatives to boost exports in non-traditional markets but noted that current war-related uncertainties may continue to weigh on shipments.

Despite the overall slowdown, several non-garment sectors posted positive growth, signalling gradual export diversification.

According to EPB, Engineering products rose 23.42%, led by electrical products (25.91%) and bicycles (27.40%). Ores, slag and ash exports increased 45.40%, pharmaceuticals grew 6.32%, leather products excluding footwear rose 18.32%, and home textiles posted 2.67% growth. Exports of frozen and live fish edged up 3.62% year-on-year.

However, these gains were not large enough in value terms to offset the contraction in garments, leaving overall export growth in negative territory.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো